প্রথম অঙ্ক

।। প্রথম দৃশ্য ।।

মঞ্চ : [মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটা মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু' চারজন লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে, আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার যেন কারা আসে।··· ভীষণ একটা চক্রান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হঠাৎ নতুন কোন কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরো রক্তিম হয়ে উঠে; আর ঊর্ধ্বগতি ধূম কুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে থাকে ছাই আর আগুনের ফুলকি। দু'টি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দু'জন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে গিয়ে পৌঁচেছে: আর একজনের বয়স কম— গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছ লাঠি— শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।]

প্রধান সমাদ্দার— সচ্ছল আমিনপুরের একজন বৃদ্ধ চাষী। কুঞ্জ ও নিরঞ্জন তার ভ্রাতুষ্পুত্র। মাখন কুঞ্জর ছেলে। পঞ্চাননী প্রধানের স্ত্রী। রাধিকা কুঞ্জর স্ত্রী। এবং বিনোদিনী নিরঞ্জনের স্ত্রী। ভূপতি শ্রীপতি প্রধানের দুই পুত্র। বর্তমানে মৃত— পুলিশের গুলিতে। দৃশ্যের সূচনাতে দেখা যায় দূরে কোথায় আগুন লেগেছে— বাঁশের গাঁট ফাটার মত শব্দ অর্থাৎ গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পুলিশী অত্যাচারে গ্রামবাসীরা আশ্রয় নিয়েছে বনে-জঙ্গলে। প্রধানের পরিবারও আত্মগোপন করেছে।

প্রধান এগিয়ে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে চায়— দুই পুত্রের মৃত্যু— তিন মরাই ধানের বিনষ্টি— তাকে এতটুকুও শান্তি দিচ্ছে না— সুখের সংসারের স্বপ্ন তাকে আত্মাহুতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু কুঞ্জ বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অকারণ প্রাণ দেওয়ার যুক্তি খুঁজে পায় না। প্রধানকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী নারীর অমর্যাদার বিহিত করতে বলে কুঞ্জকে। নারী মান-ইজ্জৎ খুইয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে— পঞ্চাননীর সহ্য হয় না। কুঞ্জ কোন বিহিতের পথ খুঁজে পায় না— প্রত্যেক সমস্যার পেছনে তার 'কিন্তু',— উদ্‌ভ্রান্ত প্রধান বিচলিত হয়— উন্মত্ত হয়ে কুঞ্জের টুঁটি টিপে ধরে। মরিয়া হয়ে ওঠে, বলে, "কিন্তু টারে একেবারে শেষ করে ফেলে দিই। একেবারে শেষ করে ফেলে দেই।" তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজের অন্তরের জ্বালায় কাতর হয়।

যুধিষ্ঠির নামক জনৈক বিপ্লবী আত্মগোপনকারী আসেন— ইঙ্গিতে বিপ্লবের বা সংগ্রামের কথা বলে চলে যান। তিনি নানা বেশ ধরে চলাফেরা করেন— কখনও কাবুলীওয়ালা বা কখনও আর কোন বেশে।

প্রথম দৃশ্যে একটা অত্যাচারের আভাসিত রূপ এবং সাধারণ মানুষকে তার বিরুদ্ধে জাগাবার চেষ্টা বা ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করা যায়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ দেয় পঞ্চাননী— মৃত্যুর আগে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে যায়— তারা যেন পিছু না হটে এগিয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।

মঞ্চ : [প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালি। একখানা দোচালা ঘরের দাওয়ার ওপর বসে আছে প্রধান, কুঞ্জ, কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন। আর কুঞ্জর ছেলে— মাখন। জল ভরতি কলসি নিয়ে কুঞ্জর স্ত্রী রাধিকা ঘরে আসে। একটু পরেই সে সামান্য কিছু চাল নিয়ে বেরিয়ে আসে। একটা বস্তা বিছিয়ে সেগুলি ঢেলে ফেলে।]

কুঞ্জের স্ত্রী রাধিকার কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় ঘরে আর চালের মজুত নেই। শেষ দানা কটাতে বাড়ীর সকলের একদিনও চলবে না। তাদের মত সংসারের এই পরিণতি যখন, গ্রামের দরিদ্র মানুষের অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। প্রধান ধানের জন্যে আফশোষ করছে— সব খুইয়ে আফশোষই সার। কুঞ্জ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একদিন প্রধান নিজের হাতে নিজের ধান নষ্ট করে ফেলে, এবং আর পাঁচ জনকে ধান নষ্ট করতে উপদেশ দেয়— আজ তাদের এক দানাও ধান নেই। আজ তাদের থালা-বাসন বিক্রী করতে হয়। চাল কিনতে কুঞ্জ প্রথমে স্ত্রীর পায়ের মল-জোড়া চায়— স্ত্রী কিছুতেই রাজী হয় না— শুরু হয় অশান্তি তিক্ততা— পরে বাসনের পাঁজা নিয়ে হাটে বিক্রী করতে যায় কুঞ্জ। দারিদ্র্য অভাব হেতু সংসারের শান্তি অন্তর্হিত— স্বামী-স্ত্রীতে, ভাই-এ ভাই-এ প্রত্যেকের সঙ্গে হীন কলহ, দ্বন্দ্ব দিবারাত্রি। রাধিকা-কুঞ্জের কলহবিবাদের পর নিরঞ্জন-বিনোদিনীর মধ্যেও সামান্য কথা নিয়ে মান-অভিমান শুরু হয়। সংসারের দারিদ্র্য হেতু নিরঞ্জন চাকরীর খোঁজে বাইরে যাওয়ার মনস্থ করে। বিনোদিনী এই নিয়ে অভিমান করে। কেঁদে নিরঞ্জনকে নিরস্ত করতে চায়। কুঞ্জ বাড়ি ফিরে বিনোদিনীকে কাঁদতে দেখে ভাবে নিরঞ্জন বুঝি তার গায়ে হাত তুলেছে— তাই সে নিরঞ্জনকে চালাকাঠ তুলে মেরে বসে, এবং বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। এই ঘটনায় নিরঞ্জনের গৃহত্যাগের পথ সুগম হয়।

।। তৃতীয় দৃশ্য ।।

মঞ্চ : [দাওয়ার ওপর বসে প্রধান আনমনে তামাক টানে আর কুঞ্জ উঠোনে দাঁড়িয়ে— দেখলেই মনে হয়, আগে থেকেই যেন কী একটা আলোচনা চলছিল ওদের মধ্যে।]

কুঞ্জ ও প্রধানের মধ্যে ধানজমি বিক্রী নিয়ে একটা আলোচনা হয়। সাংসারিক দুরবস্থার চাপে পড়ে প্রধান ধান সমেত তার একখণ্ড জমি গ্রামের জোতদার ও চালের কারবারী হারু দত্তর কাছে বেচে দেবার তোড়জোড় করে। কুঞ্জ প্রধানকে জমি বিক্রী করতে নিষেধ করে। কারণ, অভাবের সময় সামান্য তিন-বিঘে জমির টাকায় অভাব মিটবে না—যে অভাব সেই অভাবই থাকবে— মাঝখান থেকে জমিটা যাবে। প্রতিবেশী দয়াল এসেও নিষেধ করে জমি বিক্রী করতে। তার মতো ভুল করে পথে বসার কোন মানেই হয় না। দয়াল সব জমি বিক্রী করেও আজ খেতে পাচ্ছে না— তার স্ত্রী, রাঙার মা উত্থান শক্তি রহিত। কুঞ্জ তাদের অভাবের মধ্যেও একমুঠো চাল দেয় দয়ালকে। প্রধান বলে— এই অনাহার থেকে মুক্তি পেতে হলে কোথাও চলে যেতে হবে। কোথাও বলতে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে আর সকলের মত শহরে।

মাখনের চিৎকারে সকলের সম্বিৎ ফেরে— "তোমরা সব চালার ওপর ওঠো, চালার ওপরে ওঠো! সাত-আট হাত উঁচু হয়ে বান আসছে, ভীষণ বান, হুই— ই—ই—"

Scanned by CamScanner

প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর সর্বনাশা বান আসে— দয়াল বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। ঝড় এসে পড়ে রাক্ষসের মত, বন্যা ধেয়ে আসে। গ্রামের বাড়ী-ঘর ভাঙে। গাছ-পালা ভাঙে। ক্ষেত-খামার ডোবে। প্রধানের দোচালাখানাও দেখতে দেখতে ভেঙে পড়ে। চালার নীচে থেকে কুঞ্জ বিনোদিনীকে অচৈতন্য অবস্থায় বার করে। প্রধান আর্তনাদ করতে থাকে "পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না-রে কুঞ্জ পথই ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল।"

দয়াল আর্তনাদ করতে করতে ফিরে আসে— বন্যা তার ঘর সংসার সব গ্রাস করে নিয়ে গেছে— হারিয়ে গেছে রাঙার মা।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

মঞ্চ : [জীর্ণ গৃহ পরিবেশ। খসে পড়েছে চালা। কোন কোন জায়গায় খড়টুকুও নেই, শুধু বাখারির কংকাল দেখা যাচ্ছে। পরিবারের প্রত্যেকটা লোকের চোখে-মুখে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট, উঠোনে বিনোদিনী উনুনের ধারে বসে কী যেন একটা সেদ্ধ করছে হাঁড়িতে। রুগ্‌ণ মাখন দাওয়ায় বসে।]

ঝড়ের তান্ডবের পর প্রধানের ভাঙাচোরা ঘরে দারিদ্র্যের চেহারাটা আরও প্রকট হয়। মাখন অসুস্থ। পথ্য জোটে না— সম্বল নেই। সুচিকিৎসার সামর্থ্য নেই। জগ-ডুমুর সেদ্ধ, কচুলতির ঝোল হয় পথ্য। মাখনের মুখে তা রোচে না। এ নিয়ে নিত্য কথা কাটাকাটি অশান্তি। প্রধান কিছু কাঁকড়া ধরে আনে। মাখনকে নুন লঙ্কা দিয়ে ভেজে দিতে বলে। এদিকে কুঞ্জ অনেক কষ্টে মাখনের জন্যে দুটি কাওনের চাল জোগাড় করে আনে কিন্তু মাখন কাঁকড়া খাওয়ার জেদ ধরায় এবং প্রধান তাতে সায় দেওয়ায় খুড়ো-ভাইপোয় কলহ শুরু হয়। রাগে দুঃখে সে চাল কটা উঠোনে ফেলে দেয়। প্রধান বিলাপ করতে করতে নিজের মাথায় এক চালাকাঠ মেরে বসে। প্রধান কিছুতেই মানতে রাজী নয় অসুখ— তার মতে, অনাহারই মূল অসুখ। দুঃখ করে বলে, "আমি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারব না, যে শুধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। শুদ্ধু না খেতে পেয়ে..."

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

মঞ্চ : [ঐ একই পরিবেশ। মহামড়কে উজাড় হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টি। নেপথ্যে চলেছে 'বলহরি হরি-বোল' আর 'মাগো মাগো' ধ্বনির বিরামহীন আবহ, আর্তকণ্ঠ ধ্বনি। রাধিকা অসুস্থ মাখনের শিয়রে বসে। বিনোদিনী ঝাঁটা দিয়ে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে।]

বিনোদিনী ও রাধিকার কথাবার্তা থেকে শোনা যায় গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে মড়কে ও দুর্ভিক্ষে। জোতদার হারু দত্ত প্রধানের জমি দুর্ভিক্ষের বাজারে কম দামে কিনে নেওয়ার জন্যে আসে— তার দৃষ্টিতে বিদোদিনী অস্বস্তি বোধ করে। প্রধানের পরিবারে নিজের স্থান পাকা করে নেওয়ার জন্যে মাখনের অসুখের ওষুধ তার বাড়ী থেকে আনতে বলে। কুঞ্জের কথায় প্রধান এসে জমি বিক্রি করতে অস্বীকার করায় হারু দত্ত ঘষা-মাজা-জোরাজুরি-দর কষাকষি করে, অবশেষে বাড়তি দরও দিতে চায়। কুঞ্জ এসে হারু দত্তকে সাফ জানিয়ে দেয়, জমি তারা বেচবে না। জমি হাত থেকে ফসকে যাবার কথায় হারু দত্ত রেগে যায়— কথার খেলাপ করতে বারণ করে। শেষ পর্যন্ত লাঠিয়াল এনে কুঞ্জর মাথায় লাঠি মেরে জখম করে— পায়ে ধরে মাফ চাওয়ায়, বলে— "বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। (লাঠি ঠুকে) কেন, কার সঙ্গে কী কথা বলিস্

Scanned by CamScanner